পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর

বাংলাদেশ, ঢাকা

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মশালা ২০২২

তারিখ: ০৮/০২/২০২২ খ্রি.

সময়: সকাল ৯.৩০ থেকে বিকাল ৩.০০ টা।

স্থান: শেখ রাসেল স্মৃতি সম্মেলন কেন্দ্র, ডিআইএ।

মুখ্য আলোচক: ড. আব্দুল হাকিম, পরিচালক, তথ্য কমিশন

সঞ্চালক: প্রফেসর অলিউল্লাহ্ মোঃ আজমতগীর, পরিচালক, ডিআইএ

আলোচক: জনাব বিপুল চন্দ্র সরকার, যুগ্ম পরিচালক, ডিআইএ

র‍্যাপোর্টিয়ার: খঃ মোঃ মঞ্জুরুল আলম, শিক্ষা পরিদর্শক, ডিআইএ

অংশগ্রহণকারী:

ড. রেহেনা খাতুন, উপ পরিচালক, ডিআইএ
জনাব টুটুল কুমার নাগ, উপ পরিচালক, ডিআইএ
জনাব রেজিনা আক্তার উপ পরিচালক, ডিআইএ
জনাব আবুল কালাম আজাদ, উপ পরিচালক, ডিআইএ
জনাব মো: আজিজুর রহমান, শিক্ষা পরিদর্শক, ডিআইএ
জনাব স্বরূপ কুমার কাহালী, শিক্ষা পরিদর্শক, ডিআইএ
জনাব মো: হাবিবুর রহমান, শিক্ষা পরিদর্শক, ডিআইএ
জনাব হেমায়েত হোসেন, প্রশাসিনক কর্মকর্তা,ডিআইএ

অত্র অধিদপ্তরের সম্মানীত পরিচালক প্রফেসর অলিউল্লাহ্ মোঃ আজমতগীর মহোদয়ের স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে কর্মশালার কাজ শুরু হয়। সূচনা বক্তব্যে পরিচালক মহোদয় মূখ্য আলোচকসহ উপস্থিত সবাইকে কর্মশালায় স্বাগত জানান এবং কর্মশালার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সেসন প্লান ও কর্মপদ্ধতি ব্যাখ্যা করেন। তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও জনগনের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে প্রণীত আইন ও বিধিমালার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। তথ্য অধিকার আইন ও বিধিমালাসমূহ যথাযথ প্রয়োগের জন্য পর্যাপ্ত অনুশীলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

কর্মশালায় আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞ আলোচক তথ্য কমিশনের সম্মানীত পরিচালক ড. আব্দুল হাকিম ‘তথ্য অধিকার আইন ২০০৯’ এর পরিধি,বিস্তার ও নাগরিকের অধিকারসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন। তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে তথ্য অধিকার আইন ও বিধিমালাসমূহ প্রণয়ন করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক। দাপ্তরিক দায়িত্বসমূহ সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালনের জন্য তথ্য অধিকার আইন ২০০৯, তথ্য অধিকার

(তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা ২০১০, তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা ২০১০ তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিস্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা, ২০১১ যথাযথভাবে অনুশীলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

কর্মশালার **দ্বিতীয় পর্যায়ে সরাসরি কেস স্টাডির জন্য জিআরএস এর আওতায় উত্থাপিত একটি অভিযোগ নির্ধারণ করা হয়।**

কর্ম **অধিবেশন:**

কর্মশালার অংশ হিসাবে তথ্য অধিকার বিষয়ক বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট জনাব আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক উত্থাপিত সাপ্তাহিক "শীর্ষ কাগজ" পত্রিকার সম্পাদক কর্তৃক জিআরএস এর আওতায় করা একটি অভিযোগের বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। তথ্য প্রাপ্তির আবেদনে চাহিত তথ্যর উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো ছিল নিম্নরূপ:

- ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি কি ছিল, এর কতটুকু বাস্তবায়ন করা হয়েছে তার বিবরণসহ চুক্তিসমূহের ফটোকপিসহ প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত তথ্য ।
- ডিআইএ এর ওয়েবসাইট দীর্ঘদিন ধরে হালনাগাদ করা হয় না। এর কারণ কি?
- দেশে বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার সংখ্যা কত? কোন ক্যাটাগরির কতগুলো প্রতিষ্ঠান ডিআই এ কর্তৃক পরিদর্শিত ও নিরীক্ষিত হয়েছে- এগুলো পরিদর্শনের সময় ও নাম-ঠিকানা সম্বলিত তালিকা সরবরাহ।
- ২০১৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত ডিআইএ কর্তৃক ৮৪০ টি জাল সনদ চিহ্নিত হয়েছে। জাল সনদগুলোর বিষয়ে কত তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন এবং কত তারিখে মন্ত্রণালয়ে এতদ্বসংক্রান্ত প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে? প্রত্যেকটি জাল সনদের বিষয়ে তারিখ উল্লেখপূর্বক বিস্তারিত তথ্য।
- সনদ যাচাই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালে জুনের পরে এ পর্যন্ত আর কতটি জাল সনদ সনাক্ত করা হয়েছে তারিখসহ সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ।
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে কর্মকর্তাদের ভ্রমণ কর্মসূচি হালনাগাদ করা হয়নি।

পর্যবেক্ষণ: নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় এ অভিযোগে কোন সময়কার তথ্য হালনাগাদ করা হয়নি তা সুনির্দিষ্ট নয়। চাহিত তথ্যের সময়কাল সুনির্দিষ্ট নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের পর আলাদা আলাদা ভাবে প্রতিবেদন তৈরি করা হয় যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নথিতে জমা থাকে। তবে জাল সনদ বা অন্য কোন অনিয়েমর বিষেয়ে সকল প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সমন্বিত কোন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয় না বিধায় তা অত্র দপ্তরে জমা থাকে না। চাহিত তথ্যের পরিমান বেশি হওয়ায় সঙ্গত কারণেই তথ্য খোঁজা, লিপিবদ্ধ করা ও সরবরাহ করার কাজে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয়। চাহিদাপত্র মোতাবেক জাল সনদের তথ্য প্রস্তুতের জন্য ৩৬৭০০ নথি থেকে ৮৪০ টি নথি খুঁজে দেখে সর্বেমাট ৮৪০ টি নথি পর্যালোচনা করে চাহিত তথ্য প্রস্তুত করতে হয়। ৩৬৭০০ প্রতিষ্ঠানের নথি যাচাই করে চাহিত তথ্যসমুহ যথসময়ে সরবরাহ করা বেশ কষ্টসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ। ডিআইএর এ যাবতকালের সকল প্রতিবেদন যাচাই করতে গিয়ে অফিসের নিয়মিত কর্যক্রমও ব্যাহত হয়। চাহিদাপত্র অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট যে সকল তথ্য চাওয়া হয়েছে সেগুলো সরবরাহ করা সত্ত্বেও অভিযোগকারী তথ্য সরবরাহ করা হয় নাই মর্মে আপিল কর্মকর্তার নিকট অভিযোগ করেছেন।

কেস স্টাডির উপর কর্মশালায় উপস্থিত সকলের মতামত গ্রহণ করা হয় এবং বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। আলোচনা পর্যালোচনা শেষে তথ্য অধিকার বিষয়ে পালনীয় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তসমূহ:

- তথ্য অধিকারের আওতায় চাহিত তথ্য সরবরাহের জন্য নতুন করে তথ্য প্রস্তুত করার সুযোগ নেই। দপ্তরে ইতোমধ্যে প্রস্তুতকৃত এবং প্রক্রিয়াশেষে চূড়ান্ত তথ্যসমূহই কেবল সরবরাহ করা যাবে।
- যে সকল তথ্য এখনো প্রক্রিয়াধীন অর্থাৎ চূড়ান্ত হয়নি বা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে তা সরবরাহ করার বাধ্যবাধকতা নেই।
- গতানুগতিক কাজের জন্য তথ্য অধিকারের আওতায় সরবরাহকৃত তথ্য ব্যবহার করা সঠিক নয়। তবে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে।
- তথ্য অধিকারের আওতায় চাহিত তথ্যের জন্য প্রশ্ন সুনির্দিষ্ট হতে হবে। চাহিত তথ্যের বিষয়বস্তু ও সময়সীমা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। কোন সময়কার তথ্য চাওয়া হয়েছে তা আবেদনকারী সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করবেন।
- চাহিত তথ্যের পরিমাণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী সরবরাহের ক্ষেত্রে যৌক্তিক কারণে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। তা তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝিয়ে আশ্বস্ত করেবন।
- তথ্য অধিকার কর্মকর্তা সরবরাহকৃত তথ্যের প্রতি পৃষ্ঠায় তারিখ ও সিলসহ স্বাক্ষর প্রদান করবেন।
- ডিআইএ কর্তৃক উদ্ভাবিত তথ্যের মেধাসত্ব ডিআইএর। এ ধরনের তথ্য সরবরাহ করা বা না করার অধিকার ডিআইএ সংরক্ষণ করে।
- তথ্য কমিশন কোন বিষয়ে তথ্য চাইলে তা নির্ধারিত সময়ে সরবরাহ করা বাধ্যতামূলক।
- দপ্তরের ওয়েবসাইট নির্ধারিত সময় পর পর হালনাগাদ করা হয়। নিয়মিতভাবে তথ্য হালনাগাদের কাজটি সম্পন্ন করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ আরও মনেযোগী হবেন।

সবশেষে পরিচালক মহোদয় সম্মানিত মুখ্য আলোচকসহ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রফেসর অলিউল্লাহ্ মোঃ আজমতগীর
পরিচালক
পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর